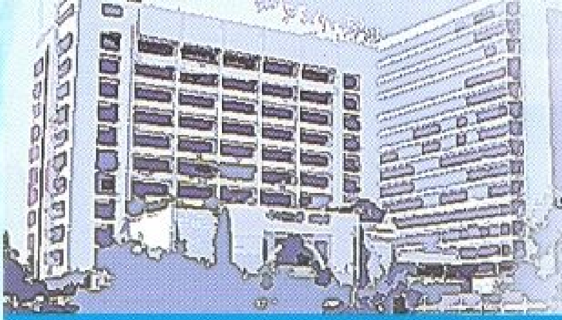

এলজিইডি নিউজলেটার

এলজিইডির একটি ত্রৈমাসিক প্রকাশনা // সংখ্যা ১২৩: অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৬ // রেজি নং-২৪-৮৭

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রীর ভারত সফর

বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার কার্যক্রম ও ভারতের পশ্চিম বঙ্গের পঞ্চায়েত ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন দিক নিয়ে গত ২১ নভেম্বর ২০১৬ কলকাতা সফররত বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী খন্দকার মোশাররফ হোসেন, এমপি এবং পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত মন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের মধ্যে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। তারা দু'দেশের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের ফলাফলনির্ভর অভিজ্ঞতা বিনিময় করতে এবং এ বিষয়ে সহযোগিতা বাড়াতে ঐকমত্য পোষণ করেন। পশ্চিমবঙ্গের স্থানীয় সরকার কাঠামোর বিভিন্ন দিক দেখতে এলজিআরডি ও সমবায় মন্ত্রী খন্দকার মোশাররফ হোসেন, এমপি'র নেতৃত্বে স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব জনাব আবদুল মালেকসহ ১৪ সদস্যের বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল ভারত সফর করেন।

এর আগে ভারতের কেরালা রাজ্য সরকারের আমন্ত্রণে কেরালা ইনস্টিটিউট অব লোকাল এডমিনিস্ট্রেশন (কেআইএলএ) পরিদর্শন করেন। সেখানে কেরালার স্থানীয় সরকার পর্যায়ের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি, কর্মকর্তা ও প্রকৌশলীগণের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে বাংলাদেশের পল্লি উন্নয়ন ও দারিদ্র্য হ্রাসকরণ বিষয়ক অভিজ্ঞতা বিনিময় করা হয়। বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের পক্ষে এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী শ্যামা প্রসাদ অধিকারী মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন।

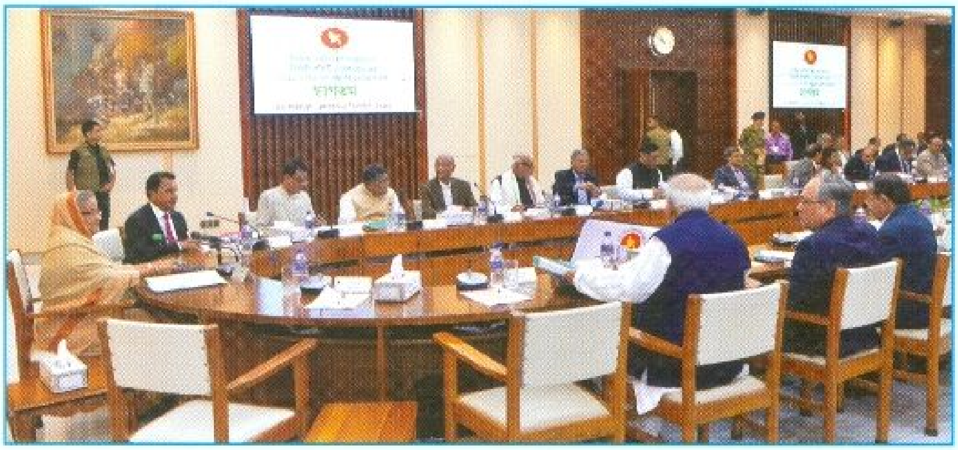

গত ৬ ডিসেম্বর ২০১৬ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়

প্রাথমিক শিক্ষা ও ভূমি ব্যবস্থাপনা উন্নয়নে একনেকে ৩ প্রকল্প অনুমোদন

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (একনেক) বৈঠকে গত নভেম্বর ও ডিসেম্বর ২০১৬ তে ৩টি প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্পগুলোর মধ্যে ভূমি মন্ত্রণালয়ের একটি এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দুটি প্রকল্প রয়েছে। প্রকল্পের ভৌত অবকাঠামোসমূহ এলজিইডি নির্মাণ করবে এবং উদ্যোগী মন্ত্রণালয়সমূহ প্রকল্পের দক্ষতা বৃদ্ধিসহ অন্যান্য অংগ বাস্তবায়ন করবে। ৬ ডিসেম্বর ২০১৬ অনুমোদিত ভূমি মন্ত্রণালয়ের 'সমগ্র দেশের শহর ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ প্রকল্প' এর ব্যয় ধরা হয়েছে ৭৩১ কোটি ৮৬ লক্ষ টাকা। প্রকল্পটি পার্বত্য জেলা ব্যতিত ৬১ জেলায় বাস্তবায়ন করা হবে। প্রকল্পের আওতায় সারা দেশে ১০০০টি ইউনিয়ন/শহর ভূমি অফিস নির্মাণ করা হবে এবং ভূমি রেকর্ড সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণে সুবিধাদি বৃদ্ধির মাধ্যমে সেবার মান বৃদ্ধি করা হবে।

এদিকে ২২ ডিসেম্বর ২০১৬ অনুমোদিত প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দু'টি প্রকল্প হচ্ছে 'চাহিদাভিত্তিক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন(১ম পর্যায়)' ও 'চাহিদাভিত্তিক নতুন জাতীয়করণকৃত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন(১ম পর্যায়)'। প্রকল্প দু'টির প্রাক্কলিত ব্যয় যথাক্রমে ৯,১২৩ কোটি এবং ৫,৭৪০ কোটি টাকা। প্রকল্প দু'টির আওতায় সারা দেশে মোট ৬৫,০০০টি শ্রেণি/শিক্ষক কক্ষ নির্মাণ করা হবে। প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল জুলাই ২০১৬ হতে ডিসেম্বর ২০২২।

উল্লেখ্য যে, প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নসহ শতভাগ শিশুর উপস্থিতি নিশ্চিত এবং আনন্দময় শিক্ষা শৈশবের জন্য সরকার সারা দেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অবকাঠামো নির্মাণ, পুনর্নির্মাণ ও সম্প্রসারণ করছে। এ দু'টি প্রকল্পের আওতায় প্রথম পর্যায়ে সারা দেশে জরাজীর্ণ প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো দ্রুত পুনর্নির্মাণ করা হবে এবং পর্যায়ক্রমে অন্যান্য বিদ্যালয়গুলোর নির্মাণ কাজ করা হবে।

সম্পাদকীয়

গ্রামীণ যোগাযোগ সূচকে উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ শীর্ষে

সম্প্রতি বিশ্বব্যাংকের এক গবেষণা প্রতিবেদনে গ্রামীণ যোগাযোগ সূচকে বাংলাদেশকে ৮টি উন্নয়নশীল দেশের মধ্যে সবচেয়ে অগ্রগামী হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এ গবেষণায় গ্রামীণ যোগাযোগ, দারিদ্র্য এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য (এসডিজি) অর্জনে দক্ষিণ এশিয়া ও আফ্রিকার ৮টি উন্নয়নশীল দেশের অগ্রগতির তুলনামূলক বিশ্লেষণ তুলে ধরা হয়েছে। গবেষণায় বাংলাদেশ গ্রামীণ যোগাযোগ সূচকে সর্বোচ্চ স্কোর অর্জন করেছে। বাংলাদেশের এ সাফল্যের অন্যতম রূপকার স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)।

১৯৮০-এর দশক থেকে এলজিইডি গ্রামীণ সড়কের শ্রেণিবিন্যাস অনুযায়ী সড়ক উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ শুরু করে। বাংলাদেশে প্রায় ৩২১,১০০ কিলোমিটার গ্রামীণ সড়ক রয়েছে। এলজিইডির সড়কসমূহ উপজেলা, ইউনিয়ন এবং গ্রাম সড়ক – এ তিন শ্রেণিতে বিভক্ত। এ পর্যন্ত প্রায় শতকরা ৮৮ ভাগ উপজেলা সড়ক এবং শতকরা ৬৬ ভাগ ইউনিয়ন সড়ক পাকা করা হয়েছে। বিশ্বব্যাংকের এ গবেষণায় বলা হয়েছে, প্রতিটি গ্রাম পাকা সড়ক থেকে সর্বোচ্চ দুই কিলোমিটারের মধ্যে অবস্থিত, যা মহাসড়কের সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে। এতে করে দেশের স্থানীয় প্রশাসন, স্বাস্থ্যসেবা, হাটবাজার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে উন্নত যোগাযোগ নেটওয়ার্ক গড়ে উঠেছে, যা গ্রামীণ অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করছে।

এ উন্নত যোগাযোগ নেটওয়ার্ক মধ্য আয়ের অর্থনীতিতে উত্তরণের পথে একটি ভিত্তি হিসেবে কাজ করছে। প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, শক্তিশালী গ্রামীণ যোগাযোগ ব্যবস্থা বাংলাদেশকে দ্রুত দারিদ্র্য হ্রাস এবং সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি) অর্জনে সহায়তা করেছে। এলজিইডি মনে করে, এ নেটওয়ার্ক টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনে অন্যতম ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে। এলজিইডি গ্রামীণ বর্ধিষ্ণু অর্থনীতির উপযোগী সড়কসমূহ সম্প্রসারণ, মানোন্নয়ন ও সড়ক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নতুন নতুন প্রকল্প গ্রহণ করছে। সড়ক নেটওয়ার্ক সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে সার্বক্ষণিক চলাচল উপযোগী রাখা একটি বড় চ্যালেঞ্জ। এ বাস্তবতায় এলজিইডি সড়ক রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়টিকে বিশেষ অগ্রাধিকার দিচ্ছে।

'রুরাল অ্যাক্সেসে ইনডেক্স মেইন ডিটারমিনেন্ট এন্ড কো-রিলেশন্স টু পোভার্টি' শিরোনামে প্রকাশিত বিশ্বব্যাংকের এ গবেষণায় অন্যান্য দেশগুলো হচ্ছে– নেপাল, ইথিওপিয়া, কেনিয়া, মোজাম্বিক, তানজানিয়া, উগান্ডা এবং জাম্বিয়া।

গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন, নগর ও ক্ষুদ্রাকার পানিসম্পদ ব্যবস্থানায় এলজিইডি আজ আদর্শ উদহারণ বা রোল মডেল। বিশ্বব্যাংক এশিয়া-আফ্রিকার অনেক দেশে 'এলজিইডি মডেল' অনুসরণ করার জন্য সুপারিশ করেছে। ইতোমধ্যে ভারতে এলজিইডির মডেল চালু করা যায় কি না সে বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। নেপালেও এলজিইডির আদলে ডিপার্টমেন্ট অব লোকাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার এন্ড এগ্রিকালচারাল রোডস্ (দলিদার) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। গ্রামীণ যোগাযোগে নেপালের সাম্প্রতিক সাফল্যের পেছনে 'এলজিইডি মডেল' পথনির্দেশনা হিসেবে কাজ করেছে।

গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে এলজিইডির কার্যক্রম সরকার, উন্নয়ন সংযোগী, দেশি-বিদেশি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক স্বীকৃতি পেয়েছে। এসব স্বীকৃতি এলজিইডিকে অনুপ্রাণিত ও আস্থাশীল করেছে। গ্রামীণ যোগাযোগ সূচক অর্জনে এ সাফল্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের পথে আরও একটি মাইলফলক হিসেবে কাজ করবে। আর এ জন্য এলজিইডি গর্ব অনুভব করতেই পারে।

ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফর লিভঅ্যাবল সিটিজ অ্যাওয়ার্ড লাভ করল ইউজিআইআইপি-৩

পৌরসভার পরিচালন ব্যবস্থা ও অবকাঠামো উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখার স্বীকৃতি স্বরূপ তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প (ইউজিআইআইপি-৩) সম্প্রতি এশিয় উন্নয়ন ব্যাংকের আরবান সেক্টর গ্রুপ ২০১৬ স্পেশাল অ্যাওয়ার্ড এন্ড রিকগনিশন 'ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফর লিভঅ্যাবল সিটিজ' অ্যাওয়ার্ড লাভ করে।

শিল্পের প্রসার ও কর্মসংস্থানের সহজলভ্যতার কারণে বর্তমানে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে ব্যাপক হারে শহর অভিমুখিতার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। দ্রুত বর্ধনশীল শহর এই অপ্রত্যাশিত চাপ সামলাতে হিমশিম খাচ্ছে। উপরন্তু নগর পরিচালন ব্যবস্থায় রয়েছে নানা প্রতিকূলতা। এসব বাস্তবতায় একটি পরিকল্পিত নগর উন্নয়নের মাধ্যমে নগরবাসীর স্বপ্ন পূরণে কাজ করছে এলজিইডি'র তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প। বাংলাদেশ সরকার, এশিয় উন্নয়ন ব্যাংক ও ওএফআইডি'র আর্থিক সহায়তায় দেশের ৩১টি পৌরসভায় এ প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। জনঅংশগ্রহণের মাধ্যমে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে পৌরসভার পরিচালন ব্যবস্থা ও অবকাঠামো উন্নয়নের মধ্য দিয়ে টেকসই নগর গড়ার লক্ষ্যে এ প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন হচ্ছে।

এরপর পৃষ্ঠা ৩

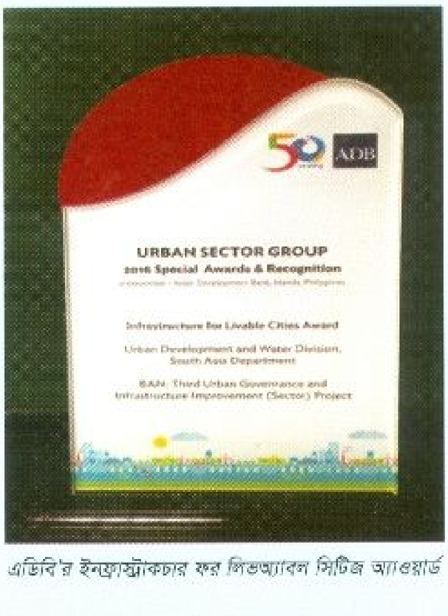

এডিবি'র ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফর লিভঅ্যাবল সিটিজ অ্যাওয়ার্ড

এলজিইডি ও ডিএফআইডি'র মধ্যে পল্লি সড়ক গবেষণা বিষয়ে চুক্তি

চুক্তি স্বাক্ষর শেষে এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী শ্যামা প্রসাদ অধিকারী এবং রিক্যাপ টিম লিডার জ্যাসপার রাসেল কুক

টেকসই পল্লি সড়ক পরিকল্পনা, নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে গবেষণার লক্ষ্যে এলজিইডি ও ডিএফআইডির মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে। এলজিইডির পক্ষে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন প্রধান প্রকৌশলী শ্যামা প্রসাদ অধিকারী এবং ডিএফআইডির পক্ষে রিক্যাপ টিম লিডার জ্যাসপার রাসেল কুক। চুক্তির আওতায় ডিএফআইডির একটি প্রকল্প 'রিসার্চ ফর কমিউনিটি অ্যাকসেস পার্টনারশিপ' (রিক্যাপ) এলজিইডির সঙ্গে যৌথভাবে গবেষণা করবে। এলজিইডি সদর দপ্তরে গত ৩০ অক্টোবর ২০১৬ এ চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এলজিইডির অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (বাস্তবায়ন) মোঃ আবুল কালাম আজাদ, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (ডিজাইন) মোঃ খলিলুর রহমান ও নির্বাহী প্রকৌশলী (পরিকল্পনা) আবুল মনজুর মোঃ সাদেক। পল্লি সড়ক গবেষণা ও জ্ঞান ব্যবস্থাপনা বিষয়ে পরিচালিত রিসার্স ফর কমিউনিটি অ্যাকসেস পার্টনারশিপ প্রকল্পটি এশিয়ার ছয়টি ও আফ্রিকার ২৪টি দেশে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

এশিয়ার দেশগুলো হলো বাংলাদেশ, নেপাল, মায়ানমার, ভারত, পাকিস্তান ও আফগানিস্তান। এ গবেষণা কাজে প্রকল্পভূক্ত দেশসমূহের মধ্যে পল্লি সড়কের বিভিন্ন দিক নিয়ে সম্পাদিত গবেষণার ফলাফল ও অভিজ্ঞতা বিনিময় করা হবে। ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত এ প্রকল্প চলবে।

তথ্য ও কারিগরি দক্ষতা বিনিময়

এলজিইডি ও জিএসবি'র মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী ও জিএসবি'র মহাপরিচালক

তথ্য ও কারিগরি দক্ষতা বিনিময়ের লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) ও বাংলাদেশ ভূ-তাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তরের (জিএসবি) মধ্যে এক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। এতে স্বাক্ষর করেন এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী শ্যামা প্রসাদ অধিকারী ও ভূ-তাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. মোহাঃ নিহাল উদ্দিন। গত ৬ ডিসেম্বর ২০১৬ এলজিইডি সদর দপ্তরে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এলজিইডির অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পরিকল্পনা) ইফতেখার আহমেদ, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পরিকল্পনা) মোঃ আসাদুল হকসহ অন্য কর্মকর্তাবৃন্দ। অন্যদিকে ভূ-তাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তরের বিভাগীয় প্রধান-১ সিরাজুল ইসলাম খান, পরিচালক (পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন) মোহাম্মদ নিজাম উদ্দিন, উপ-পরিচালক আব্দুল আজিজ পাটোয়ারীসহ অন্য কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সিটিজ অ্যাওয়ার্ড লাভ করল

২ পৃষ্ঠার পর

গত ৯ ডিসেম্বর ২০১৬ ফিলিপাইনের ম্যানিলায় অবস্থিত এডিবি সদর দপ্তরে এক অনুষ্ঠানে এ স্বীকৃতি প্রদান করা হয়। ইতোপূর্বে এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়িত ইউজিআইআইপি-২ শীর্ষক প্রকল্পটিও এডিবি কর্তৃক ২০১১ ও ২০১৩ সালে এককভাবে এবং ২০১৫ সালে ইউজিআইআইপি-৩ প্রকল্পের সঙ্গে যৌথভাবে বেস্ট প্রজেক্ট পারফরমেন্স অ্যাওয়ার্ড লাভ করে। দক্ষ ব্যবস্থাপনা, লক্ষ্য অর্জনে সফলতা, আর্থিক স্বচ্ছতা, টিমওয়ার্ক ও যোগ্য নেতৃত্ব দিয়ে প্রকল্পভুক্ত পৌরসভার প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা গড়ে তোলার পাশাপাশি উন্নত নাগরিক সেবা নিশ্চিত করার জন্য প্রকল্পটি দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনা করায় প্রকল্প পরিচালক মোঃ শফিকুল ইসলাম আকন্দ ও তার টিমকে এশিয় উন্নয়ন ব্যাংক এ পুরস্কারে ভূষিত করে। উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত এ ধরণের পুরস্কার সরকারের উন্নয়ন কার্যক্রমের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার স্বাক্ষর বহন করে।

বৈদেশিক সহায়তাপুষ্ট প্রকল্পের মিশন

দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে এলজিইডি যে সাফল্য অর্জন করেছে তা কেবল দেশেরই নয় বরং উন্নয়ন সহযোগী ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের আস্থা অর্জনে সক্ষম হয়েছে। অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৬ বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থার প্রতিনিধিদল স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত হতে ও তাদের সহায়তাপুষ্ট প্রকল্পের অগ্রগতি বিষয়ে স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব আবদুল মালেক ও অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী শ্যামা প্রসাদ অধিকারীসহ অন্যান্য কর্মকর্তাদের সাথে বৈঠকে মিলিত হন। বৈঠকে এসব উন্নয়ন প্রকল্পে উন্নয়ন সহযোগী ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান আরও কীভাবে কার্যকর অংশগ্রহণের মাধ্যমে সহায়তা করতে পারে তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

ইউএসএআইডি মিশন

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা ইউএসএআইডি'র উপ-সহকারী প্রশাসক গ্যারি লিনডেনের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল ৩০ অক্টোবর ২০১৬ এলজিইডি সদর দপ্তর সফরে আসেন। প্রতিনিধিদলকে এলজিইডির বিভিন্ন সেক্টরে বাস্তবায়িত উন্নয়ন প্রকল্প সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হয়। এলজিইডি'র কার্যক্রমের প্রশংসা করে গ্যারি লিনডেন বলেন, প্রধান প্রকৌশলীর গতিশীল নেতৃত্বে বিভিন্ন সেক্টরে এ প্রতিষ্ঠানটি উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী শ্যামা প্রসাদ অধিকারী বাংলাদেশের উন্নয়ন কার্যক্রমে পাশে থাকার জন্য ইউএসএআইডিকে ধন্যবাদ জানান।

এডিবি ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং মিশন এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী শ্যামা প্রসাদ অধিকারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন

সিটিইআইপি: এডিবি ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং মিশন

গত ২৫ অক্টোবর থেকে ১ নভেম্বর ২০১৬ এশিয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি)-এর ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং মিশন উপকূলীয় শহর পরিবেশগত অবকাঠামো প্রকল্পের (সিটিইআইপি) কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত হতে এলজিইডি সদর দপ্তরে আসেন। ৩০ অক্টোবর ২০১৬ মিশন প্রতিনিধিদল এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী শ্যামা প্রসাদ অধিকারীর সঙ্গে এক বৈঠকে মিলিত হন। এ প্রকল্পে বাগেরহাট ও পটুয়াখালী পৌরসভাকে অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যে এ ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং মিশন পরিচালিত হয়।

হিলিপ: ইফাদ সুপারভিশন মিশন

হাওর অঞ্চলের অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (হিলিপ)-এর কার্যক্রম সরেজমিন পরিদর্শনের জন্য ইন্টারন্যাশনাল ফান্ড ফর এগ্রিকালচার ডেভেলপমেন্ট (ইফাদ)-এর এক প্রতিনিধি দল দেশের বিভিন্ন স্থান সফর করেন। ১ থেকে ৫ ডিসেম্বর ২০১৬ প্রতিনিধি দল কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোনা ও সুনামগঞ্জ জেলার ৭টি উপজেলায় প্রকল্পের কার্যক্রম দেখেন। ৬ সদস্য বিশিষ্ট এ মিশনের নেতৃত্ব দেন টিম লিডার পিটার সিতু।

ক্ষুদ্রাকার পানিসম্পদ সেক্টর প্রকল্পে এডিবি-ইফাদ-জিওবি রিভিউ মিশন

এলজিইডি'র অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানিসম্পদ সেক্টর প্রকল্পের আওতায় গত ১৭-২১ ডিসেম্বর ২০১৬ এডিবি-ইফাদ-জিওবি রিভিউ মিশন বরিশাল, পটুয়াখালী, বরগুনা, ঝালকাঠি ও বাগেরহাট জেলার বিভিন্ন উপ-প্রকল্প পরিদর্শন করেন। এডিবি বাংলাদেশ আবাসিক মিশনের কর্মকর্তা জহিরুদ্দিন আহমেদ মিশনে নেতৃত্ব দেন। এসময় প্রকল্প পরিচালক শেখ মোহাঃ নূরুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন।

এমজিএসপি'তে বিশ্বব্যাংক মিশন

গত ১১ থেকে ২২ ডিসেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত বিশ্বব্যাংকের ৬ষ্ঠ ইম্প্লিমেন্টেশন সাপোর্ট সুপারভিশন মিশন মিউনিসিপ্যাল গভর্ন্যান্স অ্যান্ড সার্ভিসেস প্রজেক্ট (এমজিএসপি)এর কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করে। বিশ্বব্যাংক সদর দপ্তরের সিনিয়র আরবান স্পেশালিস্ট ও টাস্ক টীম লিডার ক্রিস্টোফার টি. পাবলো মিশন প্রধান হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

মিশন প্রকল্পের কাজের অগ্রগতি এবং পরবর্তী করণীয় বিষয়ে গৃহীতব্য পদক্ষেপ সম্পর্কে বিস্তারিত পর্যালোচনা করে। গত ২১ ডিসেম্বর ২০১৬ এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী শ্যামা প্রসাদ অধিকারী'র সভাপতিত্বে মিশনের প্রি-র‍্যাপ আপ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান প্রকৌশলী আগামীতে এলজিইডি'র দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান এবং পরিবেশ ও সামাজিক সুরক্ষার বিষয়টি যাতে যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয় সে সম্পর্কে দিকনির্দেশনা দেন।

অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী ইফতেখার আহমেদ ইউএসএআইডি প্রতিনিধি দলকে এলজিইডির কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত করছেন। প্রধান প্রকৌশলী শ্যামা প্রসাদ অধিকারী এ সময় উপস্থিত ছিলেন

বান্দরবান পৌরসভার বিশেষ টিএলসিসি সভায় বক্তব্য রাখছেন ইউজিআইআইপি-৩ প্রকল্প পরিচালক মোঃ শফিকুল ইসলাম আকন্দ

ইউজিআইআইপি-৩ এ এডিবি মিশন

তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প (ইউজিআইআইপি-৩) এর কার্যক্রম দেখতে এডিবি'র ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং মিশন গত ১৬ থেকে ২৭ অক্টোবর ২০১৬ এলজিইডি সদর দপ্তর ও মাঠপর্যায় সফর করেন। মিশন এসময়ে অন্যান্য কার্যক্রম ছাড়াও প্রকল্পে অন্তর্ভুক্তির জন্য প্রক্রিয়াধীন পাঁচটি শহর– কক্সবাজার, ফরিদপুর, গোপালগঞ্জ, ময়মনসিংহ ও কুষ্টিয়া পৌরসভায় অতিরিক্ত অর্থায়ন, প্রকল্প প্রস্তুতকরণ ও বাস্তবায়ন ব্যবস্থাসহ প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আলোচনা করে। এছাড়াও, প্রকল্পটি বাস্তবায়ন কাল জুন ২০২১ ও ঋণ সমাপ্তি কাল ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত বৃদ্ধি করার ব্যাপারে মিশন ও বাংলাদেশ সরকার একমত পোষণ করে। মিশন প্রকল্প পরিচালকসহ স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়াধীন স্থানীয় সরকার বিভাগ (এলজিডি), অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ইআরডি), পরিকল্পনা কমিশন, এলজিইডি ও জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (ডিপিএইচই) এর উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে একাধিক বৈঠকে মিলিত হয়। ২৭ অক্টোবর ২০১৬ অনুষ্ঠিত র‍্যাপ-আপ সভায় প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে গৃহীত কার্যক্রমের অগ্রগতিতে সন্তোষ প্রকাশ করা হয়।

এদিকে প্রকল্পের ঋণ পর্যালোচনা করতে গত ২৭ নভেম্বর থেকে ৫ ডিসেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত এডিবি'র অপর একটি মিশন পরিচালিত হয়। মিশন স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) ও জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (ডিপিএইচই)-এর কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হয়। প্রতিনিধিদল বান্দরবান, খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি, কক্সবাজার ও লাকসাম পৌরসভার মাঠ পর্যায়ের কাজ পরিদর্শন ও কয়েকটি বিশেষ টিএলসিসি সভায় যোগদান করে। গত ৫ ডিসেম্বর ২০১৬ স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব জনাব আবদুল মালেকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত র‍্যাপ-আপ সভায় প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে গৃহীত কার্যক্রমের অগ্রগতিতে সন্তোষ প্রকাশ করা হয়। এডিবির সাউথ এশিয়া ডিপার্টমেন্টের আরবান ডেভেলপমেন্ট স্পেশালিস্ট মিস আলেক্সান্ড্রা ভগ্‌ল এ দু'টি মিশনে নেতৃত্ব দেন।

হিলিপ প্রকল্পের সফল উদ্যোগ: কর্মহীন শফিকুল এখন দক্ষ প্রাণিসম্পদ কর্মী

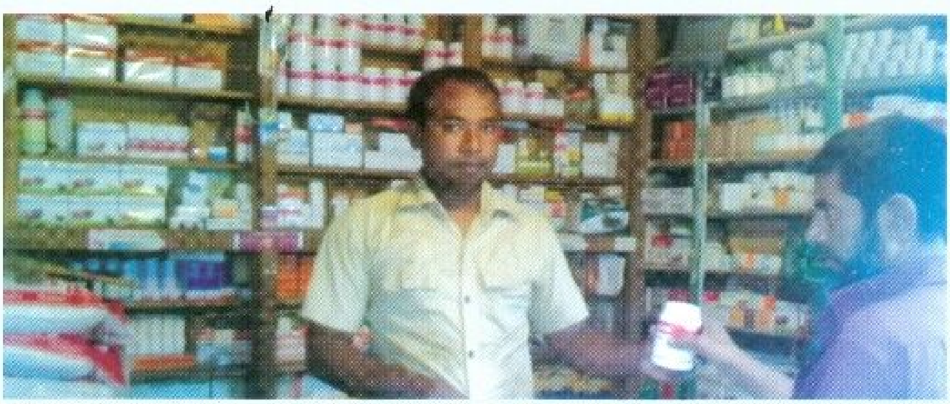

শফিকুল ইসলাম নিজস্ব ফার্মেসীতে গবাদিপশুর ঔষধ বিক্রি করছেন

এক সময়ের বেকার ও দরিদ্র শফিকুল এখন দক্ষ প্রাণিসম্পদ কর্মী হিসেবে এলাকায় পরিচিত। এলজিইডির হাওর অঞ্চলের অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (হিলিপ)-এর আওতায় প্যারাভেট প্রশিক্ষণ নিয়ে মোঃ শফিকুল ইসলাম এখন স্বচ্ছল প্রাণিসম্পদ কর্মী। ৩৩ বছর বয়সী শফিকুল কিশোরগঞ্জ জেলার ইটনা উপজেলার হাওরবেষ্টিত চৌগংগা ইউনিয়নের অধিবাসী। তিনি ২০১৫ সালে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্যারাভেটের ওপর ১৫ দিনের প্রশিক্ষণ নেন। এলাকায় পশুর কৃত্রিম প্রজননের প্রচুর চাহিদা থাকায় পরবর্তীতে গাজীপুর জেলার শ্রীপুর উপজেলার আমেরিকান ডেইরি ফার্ম থেকে কৃত্রিম প্রজননের ওপর আরও ১৫ দিনের প্রশিক্ষণ নেন। হিলিপ প্রকল্প এভাবেই হাওরের ছয় জেলার বেকার যুবকদের সম্ভাব্য আয়বর্ধক কর্মসূচি চিহ্নিত করে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে দিচ্ছে।

গবাদিপশু, হাঁসমুরগির চিকিৎসা ও কৃত্রিম প্রজনন করে এখন তিনি প্রতিমাসে ১০ থেকে ১৫ হাজার টাকা আয় করছেন। নিজস্ব ফার্মেসি থেকে গবাদিপশুর ঔষধ বিক্রি করেও তার মাসে ৩/৪ হাজার টাকা আয় হয়। এখন বেকারত্বের অভিশাপ ও নিত্য অভাবের জ্বালা তাকে তাড়া করে না। উপরন্তু ত্রিশ হাজার টাকা ব্যাংকে সঞ্চয় করেছেন। তার ছেলে-মেয়েরা স্কুলে লেখাপড়া করছে এবং ইতোমধ্যে তিনি বাড়ি-ঘর মেরামত করেছেন। পরিবারের সদস্যদের পুষ্টিসমৃদ্ধ খাবার ও ভালো জামাকাপড় যোগান দিতে পারছেন। আর্থিক স্বচ্ছলতার পাশাপাশি সামাজিক মর্যাদা বেড়েছে। তার ইচ্ছা চৌগংগা বাজারে প্রতিষ্ঠিত ভেটেনারি ঔষধের দোকানটি আরও বড় করা এবং কৃত্রিম প্রজননের জন্য একটি উন্নত ও আধুনিক স্থাপনা তৈরি করা।

উল্লেখ্য, হিলিপ প্রকল্প ইতোমধ্যে শফিকুল ইসলামের মতো ২৭০ জন বেকার নারী-পুরুষকে প্যারাভেট (প্রাণিসম্পদ কর্মী) প্রশিক্ষণ দিয়ে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ করে দিয়েছে।

আঞ্চলিক পর্যালোচনা সভা

টেকসই নির্মাণ ব্যবস্থাপনার ওপর প্রধান প্রকৌশলীর গুরুত্বারোপ

খুলনা অঞ্চলে বাস্তবায়নাধীন উন্নয়নমূলক কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা কর্মশালায় বক্তব্য রাখছেন প্রধান প্রকৌশলী শ্যামা প্রসাদ অধিকারী

টেকসই নির্মাণ ব্যবস্থাপনার দিকে লক্ষ্য রেখে দ্রুত প্রকল্প বাস্তবায়নের ওপর গুরুত্ব দিলেন প্রধান প্রকৌশলী শ্যামা প্রসাদ অধিকারী। বরিশাল, খুলনা, যশোর, ফরিদপুর, ঢাকা ও ময়মনসিংহ অঞ্চলে অনুষ্ঠিত এলজিইডির বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন কাজের অগ্রগতি বিষয়ে পৃথক পৃথক কর্মশালায় তিনি এ আহবান জানান। গত নভেম্বর ও ডিসেম্বর ২০১৬ সময়ে এসব কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী শ্যামা প্রসাদ অধিকারীর সভাপতিত্বে এসব কর্মশালায় বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়ন অগ্রগতি মূল্যায়ন করা হয়। সভায় কাজ বাস্তবায়নে উদ্ভূত সমস্যা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা ও তাৎক্ষণিক নির্দেশনা দেওয়া হয়। প্রকল্প বাস্তবায়নে তিনি পরিবেশ ও সামাজিক সুরক্ষার বিষয়সমূহ লক্ষ্য রাখার জন্য সংশ্লিষ্টদের স্মরণ করিয়ে দেন।

অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (নগর ব্যবস্থাপনা) মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (রক্ষণাবেক্ষণ) মোঃ জয়নাল আবেদীনসহ এলজিইডির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন।

এছাড়াও সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলীবৃন্দ, আঞ্চলিক তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীবৃন্দ, প্রকল্প পরিচালকবৃন্দ, নির্বাহী প্রকৌশলী, উপ-পরিচালক (আরএমএসইউ) উপজেলা প্রকৌশলী, সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী, উপজেলা সহকারী প্রকৌশলী, সহকারী প্রকৌশলী, জেলা পরিষদের সহকারী প্রকৌশলী এবং উপ-সহকারী প্রকৌশলী ও সার্ভেয়ারগণ এতে অংশ নেন।

বাস র‌্যাপিড ট্রানজিট (বিআরটি) ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ক কর্মশালা

ট্রাফিক ব্যবস্থাপনার ওপর আয়োজিত কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীগণ

বাস র‌্যাপিড ট্রানজিট (বিআরটি) এর আওতায় উত্তরা থেকে গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন পর্যন্ত ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ে রাজধানীতে গত ৮ ডিসেম্বর ২০১৬ এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় বক্তারা সুষ্ঠু যান চলাচল ও সড়কের শৃংখলা নিশ্চিত করতে প্রকৌশলগত বিভিন্ন দিকের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তারা বলেন, যেহেতু ঢাকা একটি মেগা সিটি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করছে সেহেতু এর ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা শুধু সড়ক নয় বরং এর আশেপাশে বসবাসকারী জনগণ কতটা স্বচ্ছন্দে চলাচল করতে পারে সেদিকে নজর রেখে বাস র‌্যাপিড ট্রানজিট (বিআরটি)'র সার্বিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে।

এলজিইডি ও এডিবি যৌথভাবে এ কর্মশালার আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক নজরুল ইসলাম, বিশেষ অতিথি ছিলেন এলজিইডির অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (নগর ব্যবস্থাপনা) মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন। এডিবি ম্যানিলার মুখ্য পরিবহন বিশেষজ্ঞ মারকুস রয়েজনার, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের ভারপ্রাপ্ত মেয়র আসাদুর রহমান কিরণ ও নিরাপদ সড়ক চাই-এর চেয়ারম্যান ইলিয়াস কাঞ্চন। এলজিইডির গ্রেটার ঢাকা সাসটেইনেবল আরবান ট্রান্সপোর্ট প্রকল্প (জিডিএসইউটিপি)এর প্রকল্প পরিচালক মোঃ মহিরুল ইসলাম খানসহ বিভিন্ন অধিদপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ কর্মশালায় যোগ দেন।

বাস র‌্যাপিড ট্রানজিট প্রকল্পটি এলজিইডি, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এবং সেতু বিভাগ যৌথভাবে বাস্তবায়ন করছে।

এডিবি'র অর্থায়নে গ্রামীণ সড়ক রক্ষণাবেক্ষণে নতুন প্রকল্প

এলজিইডি দেশব্যাপী প্রায় এক লক্ষ কিলোমিটার পাকা সড়ক রক্ষণোবেক্ষণ করে থাকে। সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ খাতে বার্ষিক রাজস্ব বরাদ্দ-এলজিইডি'র এ বিশাল নেটওয়ার্ক রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পর্যাপ্ত নয়।

এ প্রেক্ষিতে, এশিয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি)-এর অর্থায়নে এলজিইডি পল্লি সড়ক রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দেশের ১৩টি জেলায় 'পল্লি সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচি' নামে একটি নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। জেলাগুলো হচ্ছে ফরিদপুর, রাজবাড়ী, শরিয়তপুর, মাদারীপুর, গোপালগঞ্জ, কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, নোয়াখালী, কক্সবাজার, লক্ষ্মীপুর, চট্টগ্রাম, মুন্সীগঞ্জ ও চাঁদপুর। উল্লেখ করা প্রয়োজন, শুধু রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য এডিবি অর্থায়নে এটি এলজিইডি'র প্রথম প্রকল্প। এডিবি ও এলজিইডি'র যৌথ উদ্যোগে গত ৩ অক্টোবর ২০১৬ এ নতুন প্রকল্প সম্পর্কিত একটি ইনসেপশন ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়।

ইনসেপশন কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন এলজিইডির অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (বাস্তবায়ন) মোঃ আবুল কালাম আজাদ

এলজিইডি'র অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (বাস্তবায়ন) মোঃ আবুল কালাম আজাদ কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন। তিনি বলেন, ইতোমধ্যে পল্লি যোগাযোগ ব্যবস্থায় অর্জিত সুফল ধরে রাখার স্বার্থে পল্লি সড়কের টেকসই রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালন ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত জরুরি। তিনি আশা প্রকাশ করেন, প্রকল্পটির মাধ্যমে ১৩ জেলায় টেকসই পল্লি সড়ক নেটওয়ার্ক গড়ে উঠবে। কর্মশালায় এ প্রকল্পের গঠন ও বাস্তবায়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয়। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে এডিবি'র মিশন লিডার মি. র‍্যানডাল জোনস, প্রকল্প পরিচালক এম আলী আখতার হোসেন ও প্রকল্প তত্ত্বাবধায়ক মি.কৃষ্ণ শরণ চাকুন বক্তব্য রাখেন। এলজিইডি সদর দপ্তরের কর্মকর্তাসহ সংশ্লিষ্ট জেলার নির্বাহী প্রকৌশলীগণ এ কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন।

পারফরমেন্স বেইজড মেইনটেন্যান্স কন্ট্রাক্ট (পিবিএমসি)
গ্রামীণ সড়ক রক্ষণাবেক্ষণে পরীক্ষামূলক উদ্যোগের ওপর অভিজ্ঞতা বিনিময়

গ্রামীণ সড়ক রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে পারফরমেন্স বেইজড মেইনটেন্যান্স কন্ট্রাক্ট (পিবিএমসি)-এর অভিজ্ঞতা এলজিইডির বর্তমান সড়ক রক্ষণাবেক্ষণে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে বলে এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অংশীজনেরা মতামত দিয়েছেন। গত ২০ নভেম্বর ২০১৬ এলজিইডি সদর দপ্তরে অনুষ্ঠিত এ অভিজ্ঞতা বিনিময় কর্মশালার বক্তারা এসব মতামত তুলে ধরেন। একইসঙ্গে পিবিএমসি'র জন্য একটি লাগসই কাঠামো তৈরি করতে হবে বলে তারা মতপ্রকাশ করেন। কর্মশালার উদ্বোধনী বক্তব্যে এলজিইডির অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (বাস্তবায়ন) মোঃ আবুল কালাম আজাদ বলেন, ডানিডার সহায়তায় কয়েক বছর আগে এলজিইডি দুই বছরমেয়াদি ওপিআরসি শিরোনামে এ ধরনের একটি পরীক্ষামূলক কর্মসূচি পরিচালনা করেছে। তিনি বলেন, সময় এসেছে এলজিইডির মূলধারার সড়ক রক্ষণাবেক্ষণের সঙ্গে এ পদ্ধতিকে সম্পৃক্ত করা। এলজিইডির অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (সমন্বিত পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা ও প্রশিক্ষণ) মোঃ মহসীন বলেন, এ মডেলের স্থায়িত্ব ও কার্যকারিতা নির্ভর করছে কতটা নিষ্ঠার সঙ্গে আমরা এটাকে বাস্তবায়ন করতে পারছি তার ওপর। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (রক্ষণাবেক্ষণ) মোঃ জয়নাল আবেদীন বলেন, সড়ক নেটওয়ার্ককে ব্যবহার উপযোগী রাখতে এটি একটি ভালো পদ্ধতি। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (ঢাকা বিভাগ ও ডিজাইন) মোঃ খলিলুর রহমান বলেন, প্রচলিত ধারার সড়ক রক্ষণাবেক্ষণের তুলনায় এ পদ্ধতিতে ব্যয় ও সময় কম লাগে। পারফরমেন্স বেইজড মেইনটেন্যান্স কন্ট্রাক্ট (পিবিএমসি) গ্রামীণ সড়ক রক্ষণাবেক্ষণে একটি উদ্ভাবনী কৌশল। এ পদ্ধতিতে সড়ক রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ঠিকাদারের সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদী চুক্তি হয়। এ কাজে তাৎক্ষণিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে সড়ক সার্বক্ষণিক চলাচলের উপযোগী রাখা হয়। এটি ফলাফল নির্ভর সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ পদ্ধতি। সড়কে চলাচলের উপযোগিতা ও মানের ভিত্তিতেই ঠিকাদারদের রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় পরিশোধ করা হয়।

কর্মশালায় দলীয় আলোচনায় অংশগ্রহণকারীগণ

এরপর পৃষ্ঠা ৯

ইউজিআইআইপি-৩: 'পাবলিক প্রকিউরমেন্ট অব ওয়ার্কস' শীর্ষক প্রশিক্ষণ

সরকারি ক্রয় প্রক্রিয়া বিষয়ে পৌরসভার কারিগরি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নয়ন (সেক্টর) প্রকল্প (ইউজিআইআইপি-৩)-এর উদ্যোগে 'পাবলিক প্রকিউরমেন্ট অব ওয়ার্কস' শীর্ষক চারদিনব্যাপী (২৪ থেকে ২৭ অক্টোবর ২০১৬) এক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। এলজিইডির অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (নগর ব্যবস্থাপনা) মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন প্রশিক্ষণের উদ্বোধন করে বলেন, এ প্রশিক্ষণ প্রকল্পের নিয়মনীতি অনুযায়ী কাজ বাস্তবায়নে সহায়ক হবে। তিনি ক্রয় প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (নগর ব্যবস্থাপনা) মোঃ আবুল বাশার বলেন, যেহেতু ই-জিপি এর মাধ্যমে সরকারি ক্রয় প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন করা হচ্ছে সেকারণে কম্পিউটার ব্যবহারে দক্ষতা বাড়ানো প্রয়োজন ।

পাবলিক প্রকিউরমেন্ট অব ওয়ার্কস শীর্ষক প্রশিক্ষণের উদ্বোধন করেন এলজিইডির অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (নগর ব্যবস্থাপনা) মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন

ইউজিআইআইপি-৩ এর প্রকল্প পরিচালক মোঃ শফিকুল ইসলাম আকন্দ জানান, বর্তমানে প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ বাস্তবায়ন চলছে। এছাড়া এডিবির অতিরিক্ত অর্থায়নে প্রকল্পে কক্সবাজার, ময়মনসিংহ, গোপালগঞ্জ, ফরিদপুর ও কুষ্টিয়া পৌরসভার অন্তর্ভুক্তি প্রক্রিয়াধীন। আগামীতে এসব পৌরসভায় যে ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন কাজ হবে, সে ক্ষেত্রে ক্রয় প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা বাজায় রাখার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

মাটি পরীক্ষায় আধুনিক প্রযুক্তি সিপিটি অপারেশনের ওপর প্রশিক্ষণ

এলজিইডি ২০১২ সাল হতে মাটির ভারবহন ক্ষমতা পরীক্ষায় আধুনিক প্রযুক্তি 'কোন পেনিট্রেশন টেস্ট' (সিপিটি) ব্যবহার করে অবকাঠামো নির্মাণ করে আসছে। অত্যন্ত সূক্ষ্ম এ যন্ত্রটি সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে একমাত্র এলজিইডি ব্যবহার করে থাকে।

মাটির ভারবহন ক্ষমতা ও অন্যান্য তথ্য বিশ্লেষণে প্রকৌশলীদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কোন পেনিট্রেশন টেস্ট (সিপিটি) অপারেশন ও ডাটা এনালাইসিস বিষয়ে তিনদিনের এক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। এ প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী শ্যামা প্রসাদ অধিকারী বলেন, এলজিইডি 'কোন পেনিট্রেশন টেস্ট' যন্ত্রের সাহায্যে গত পাঁচ বছর ধরে মাটির ভারবহন ক্ষমতা পরীক্ষা করে অবকাঠামো উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। এটি অত্যন্ত মানসম্মত ও সূক্ষ্ম যন্ত্র যেখানে ইলেক্ট্রো কোন পেনিট্রেশনের মাধ্যমে মাটির গভীর থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এ যন্ত্রটি পরিচালনার জন্য বিশেষ কারিগরি দক্ষতার প্রয়োজন। তিনি আশা প্রকাশ করেন, এ প্রশিক্ষণ অধিকতর দক্ষতার সঙ্গে এ যন্ত্র চালাতে ও তথ্য বিশ্লেষণ করতে সাহায্য করবে। এলজিইডির অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী মোঃ আবুল কালাম আজাদ প্রশিক্ষণের পটভূমি তুলে ধরেন। এছাড়াও আরবান ম্যানেজমেন্ট ইউনিটের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মোঃ আবুল বাশার ও আরটিআইপি-২এর প্রকল্প পরিচালক মোঃ মোস্তফা কামাল বক্তব্য রাখেন। শিখন প্রক্রিয়াকে অধিকতর কার্যকর করতে হাতেকলমে এ প্রশিক্ষণ পরিচালিত হয়।

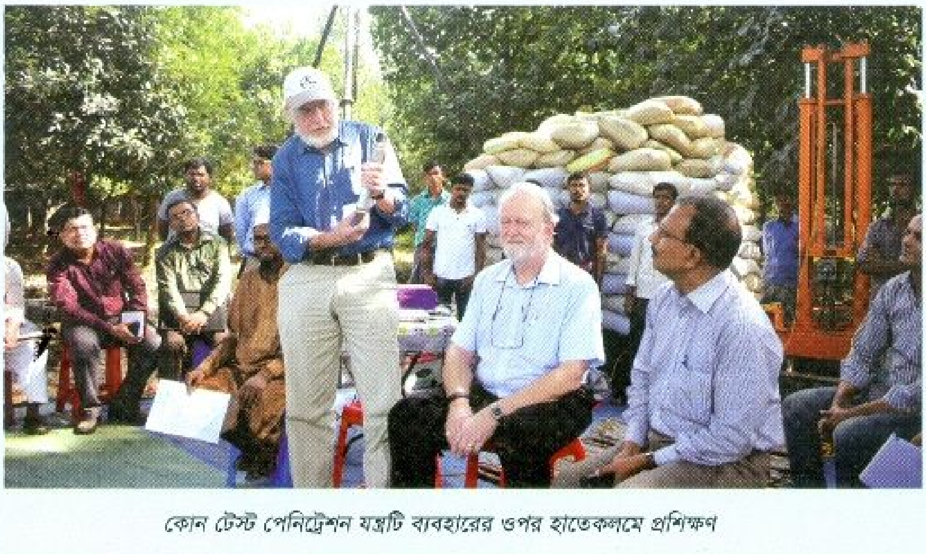

কোন টেস্ট পেনিট্রেশন যন্ত্রটি ব্যবহারের ওপর হাতেকলমে প্রশিক্ষণ

এলজিইডি, বুয়েট, সড়ক ও জনপথ বিভাগ, পানি উন্নয়ন বোর্ড, হাউজিং এন্ড বিল্ডিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট, জিওলোজিক্যাল সার্ভে অব বাংলাদেশসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ৩০ জন প্রকৌশলী এতে অংশ নেন। সেকেন্ড রুরাল ট্রান্সপোর্ট ইমপ্রুভমেন্ট প্রকল্প (আরটিআইপি-২) এ প্রশিক্ষণের আয়োজন করে। প্রশিক্ষণের মেয়াদ ছিল ১৩ নভেম্বর থেকে ১৫ নভেম্বর ২০১৬। রিসোসপার্সন হিসেবে প্রশিক্ষণ পরিচালনা করেন জিওল্যাব ইউকে-এর টেকনিক্যাল ডিরেক্টর ড. জন পাওয়েল এবং নরওয়ের জিওটেকনিক্যাল ইনস্টিটিউটের এক্সপার্ট এডভাইজার টম লুনে।

সুনামগঞ্জে এলসিএস সদস্যদের মধ্যে লভ্যাংশ বিতরণ

হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (এইচএফএমএলআইপি) হাওরবাসীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কাজ করছে। এ প্রকল্পের কার্যক্রম লেবার কন্ট্রাক্টিং সোসাইটি (এলসিএস)-এর মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হয়। এলসিএস সদস্যরা তাদের পারিশ্রমিকের একটি অংশ সঞ্চয় করেন। পরবর্তীকালে সঞ্চিত অর্থের লভ্যাংশ তাদের হস্তান্তর করা হয়। এর অংশ হিসেবে সুনামগঞ্জ জেলার দিরাই উপজেলার তারাপাশা বাজার থেকে ছিলাউরা ভায়া টংগর সড়কে কর্মরত ৫৬ জন এলসিএস সদস্যের মধ্যে প্রায় ৬ লক্ষ টাকা লভ্যাংশ বিতরণ করা হয়। গত ১৫ অক্টোবর ২০১৬ এ লভ্যাংশ দেয়া হয়। প্রত্যেক সদস্য লভ্যাংশ হিসেবে নগদ ১০,৬১০ টাকা গ্রহণ করেন। এ অর্থ প্রাপ্তিতে তারা সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। প্রাপ্ত লভ্যাংশ দিয়ে এলসিএস সদস্যদের অনেকে কৃষি, মৎস্য ও পশু পালন করবেন বলে জানান।

এদিকে প্রকল্প কর্তৃক হাওড়বাসীর জীবনমান উন্নয়নে প্রকল্পভুক্ত কিশোরগঞ্জ ও নেত্রকোনা জেলায় কমিউনিটিভিত্তিক মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনার ওপর ২ দিনব্যাপী পৃথক ২টি প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়।

লভ্যাংশ বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রকল্প পরিচালক ও এলসিএস সদস্যবৃন্দ

প্রশিক্ষণে বক্তব্য রাখছেন প্রকল্প পরিচালক সেখ মোহাম্মদ মহসিন

ওপর অভিজ্ঞতা বিনিময়

৭ পৃষ্ঠার পর

সেকেন্ড রুরাল ইমপ্রেভমেন্ট প্রকল্প (আরটিআইপি-২)-এর আওতায় ২০১৩ সাল থেকে আট জেলায় ১৪টি চুক্তির মাধ্যমে পিবিএমসি মডেল বাস্তবায়িত হচ্ছে। নির্দিষ্ট নীতিমালার আলোকে এসব সড়ক পিবিএমসির আওতায় আনা হয়েছে। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে এলজিইডির প্রকৌশলীগণ ২৩টি মাপকাঠির আলোকে প্রতি মাসে সড়ক রক্ষণাবেক্ষণের মান তদারক করেন। আরটিআইপি-২-এর প্রকল্প পরিচালক মোঃ মোস্তফা কামাল বলেন, এখানে স্বল্পব্যয়ে সড়কের সর্বোচ্চ সেবার মান নিশ্চিত করা হয়। বিশ্বব্যাংকের টাস্ক টিম লিডার ফরহাদ আহমেদ চলমান অভিজ্ঞতা ও শিখনের আলোকে সড়ক রক্ষণাবেক্ষণে একটি সাধারণ কাঠামো তৈরির ওপর গুরুত্ব দেন। বিশ্বব্যাংকের কো-টাস্ক টিম লিডার আশিস ভদ্রও সভায় অংশ নেন। এলজিইডির সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী দেওয়ান আব্দুস সবুর ও বিশ্বব্যাংকের পিবিএমসি বিশেষজ্ঞ আরিফ শহীদ পিবিএমসির চলমান অগ্রগতি ও অভিজ্ঞতার ওপর দুটি উপস্থাপনা তুলে ধরেন। উপজেলা প্রকৌশলী, পরামর্শক ও ঠিকাদারবৃন্দ কর্মশালায় অংশ নেন।

বাগেরহাটের কচুয়ায় নতুন সেচ প্রকল্প উদ্বোধন

বাগেরহাট জেলার কচুয়া উপজেলার টেংরাখালী-চরটেংরাখালীতে প্রায় ৪৮০ হেক্টর জমিতে মাত্র ১টি ফসলের চাষ হয়। পানির অপ্রতুলতার কারণে বছরের অধিকাংশ সময় ব্যাপক জমি অনাবাদী পড়ে থাকে। এই বাস্তবতার প্রেক্ষিতে সম্প্রতি অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানিসম্পদ সেক্টর প্রকল্পের (পিএসএসডব্লিউআরএসপি) আওতায় জেলার এই এলাকায় প্রকল্পভুক্ত সদস্যদের মধ্যে উপ-প্রকল্প হস্তান্তর করা হয়। গত ২৯ নভেম্বর ২০১৬ বাগেরহাটে এ উপ-প্রকল্প হস্তান্তর ও অফিসঘর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাগেরহাট-২ আসনের সংসদ সদস্য, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি আলহাজ অ্যাডভোকেট মীর শওকত আলী বাদশা, এমপি। পিএসএসডব্লিউআরএসপি এর প্রকল্প পরিচালক শেখ মোহাঃ নূরুল ইসলাম জানান, প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে কৃষকেরা সেচ সুবিধা পাবে। এর ফলে ৪৮০ হেক্টর জমিতে ৩টি ফসল চাষ করা সম্ভব হবে। এছাড়াও মৎস্য চাষ বৃদ্ধি পাবে। এলাকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে। অনুষ্ঠানে এলজিইডির তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (রক্ষণাবেক্ষণ) মোঃ সহিদুল হক, বাগেরহাট জেলা প্রশাসক তপন কুমার বিশ্বাস ও পুলিশ সুপার পঙ্কজ চন্দ্র রায় উপস্থিত ছিলেন। অপরদিকে ক্ষুদ্রাকার পানিসম্পদ সেক্টর প্রকল্পের আওতায় বরিশাল জেলার বাকেরগঞ্জ উপজেলার রবিপুর উপ-প্রকল্পের মাধ্যমে নদীর পাড়ে বেড়িবাঁধ নির্মাণ এবং খাল পুনর্খনন করা হয়েছে। ফলে বর্তমানে এখানে ৩/৪টি ফসল উৎপাদন করতে সক্ষম হয়েছেন কৃষকরা। বর্তমানে প্রকল্পভুক্ত প্রায় ৫০ জন কৃষক ২০০ একর জমিতে বাঙ্গি, তরমুজ ও শাকসবজি চাষ শুরু করেছেন। বাঙ্গি, তরমুজ ও শাকসবজি অনেক লাভজনক এবং স্বল্পসময়ের ফসল হওয়ায় কৃষকরা ব্যাপকভাবে আগ্রহী হয়ে উঠেছেন।

উপ-প্রকল্প হস্তান্তর অনুষ্ঠানে সংসদ সদস্য আলহাজ অ্যাডভোকেট মীর শওকত আলী বাদশা

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রী কুড়িগ্রামের ৫টি বিদ্যালয় উদ্বোধন করলেন

ভিডিও কনফারেন্সিং-এ উপস্থিত প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রী অ্যাডভোকেট মোস্তাফিজুর রহমান, এমপি

গত ২০ অক্টোবর ২০১৬ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রী অ্যাডভোকেট মোস্তাফিজুর রহমান, এমপি প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে ভিডিও কনফারেন্সিং-এর মাধ্যমে কুড়িগ্রাম জেলায় এলজিইডি নির্মিত ৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন উদ্বোধন করেন। এগুলো হচ্ছে ভুরুঙ্গামারী উপজেলার মইদাম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ধাউরাকুঠি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ফুলবাড়ী উপজেলার বিদ্যাবাগীশ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, কদমদারঠারী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও কুড়িগ্রাম সদরে পলাশবাড়ী পশ্চিমপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়।

ভিডিও কনফারেন্সিং-এ কুড়িগ্রাম থেকে অংশ নেন কুড়িগ্রাম জেলা প্রশাসক খান মোঃ নুরুল আমিন, এলজিইডির রংপুর অঞ্চলের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মোঃ বজলুর রহমান এবং স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। সচিবালয়ে এ অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব মোহাম্মদ আসিফ-উজ-জামান, এলজিইডির অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (বাস্তবায়ন) মোঃ আবুল কালাম আজাদ ও তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী এ. কে আজাদ।

ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক (আইডিবি) এর সহায়তায় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় এ ভবনগুলো নির্মাণ করা হয়। ভবনগুলো উদ্বোধনের ফলে প্রায় ১,৫০০ শিক্ষার্থী উন্নত পরিবেশে শিক্ষার সুযোগ পাবে।

প্রাথমিক বিদ্যালয় কাম সাইক্লোন শেল্টার পরিদর্শনে বিশ্বব্যাংক প্রেসিডেন্ট

স্কুল কাম সাইক্লোন শেল্টারে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলছেন বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্ট ডা. জিম ইয়ং কিম

বাংলাদেশ সফরকালে বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্ট ডা. জিম ইয়ং কিম গত ১৮ অক্টোবর ২০১৬ এলজিইডি'র জরুরি ঘূর্ণিঝড় পুনরুদ্ধার ও পুনর্বাসন প্রকল্প (ইসিআরআরপি)'র আওতায় নির্মিত বরিশাল জেলার উজিরপুর উপজেলার ভরসাকাঠি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কাম সাইক্লোন শেল্টার পরিদর্শন করেন। এ উপলক্ষে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ডা. কিম বলেন, বাংলাদেশের জনগণ কঠোর পরিশ্রমী ও অতিথিপরায়ণ। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় বিশ্বব্যাংক সহযোগিতা অব্যহত রাখবে বলে ডা. কিম আশ্বাস দেন। প্রাকৃতিক দুর্যোগকালীন নিরাপদ আশ্রয়স্থল নির্মাণ ও শিক্ষা উন্নয়নেও বিশ্বব্যাংকের সহায়তা বৃদ্ধি পাবে বলে তিনি জানান। ডা. কিম বিদ্যালয়ে উপস্থিত শিক্ষার্থী ও স্থানীয় সুধী সমাজের অনুষ্ঠানে জানান, এ সফরে এসে তিনি মুগ্ধ। বিশ্বব্যাংক প্রেসিডেন্ট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বিভিন্ন শ্রেণিকক্ষ ও সাইক্লোন শেল্টারের অন্যান্য অংশ ঘুরে দেখেন। এসময় তিনি শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কিছু সময় কাটান ও তাদের লেখাপড়ার খোঁজখবর নেন। ঘূর্ণিঝড় 'মহাসেন'-এর সময় এই সাইক্লোন শেল্টারে আশ্রয় নেওয়া স্থানীয় বাসিন্দা অধ্যাপক এম এ কাসেম জানান, আশ্রয়কেন্দ্রটি দুর্যোগের সময় জনগণের জানমাল রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। তিনি আরও জানান, মানুষের পাশাপাশি গবাদিপশুকেও এই আশ্রয়কেন্দ্রে রাখা হয়েছিল। অনুষ্ঠানে বরিশাল-২ আসনের সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট তালুকদার মোঃ ইউনুস ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের সিনিয়র সচিব মোহাম্মদ মেজবাহউদ্দীন উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশ সরকার ও বিশ্বব্যাংকের যৌথ অর্থায়নে এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়িত জরুরি ঘূর্ণিঝড় পুনরুদ্ধার ও পুনর্বাসন প্রকল্প (ইসিআরআরপি) ও বাস্তবায়নাধীন বহুমুখী দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র প্রকল্প (এমডিএসপি) এর প্রকল্প পরিচালক মোঃ আব্দুর রশীদ খান প্রকল্প দু'টি সম্পর্কে বিশ্বব্যাংক প্রেসিডেন্টকে অবহিত করেন। ইসিআরআরপি'র সাফল্যের পর বাংলাদেশ সরকার ও বিশ্বব্যাংক যৌথ উদ্যোগে বহুমুখী দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ শুরু করেছে। সফরকালে ডা. জিম ইয়ং কিম বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে একটি নারিকেল গাছের চারা রোপণ করেন।

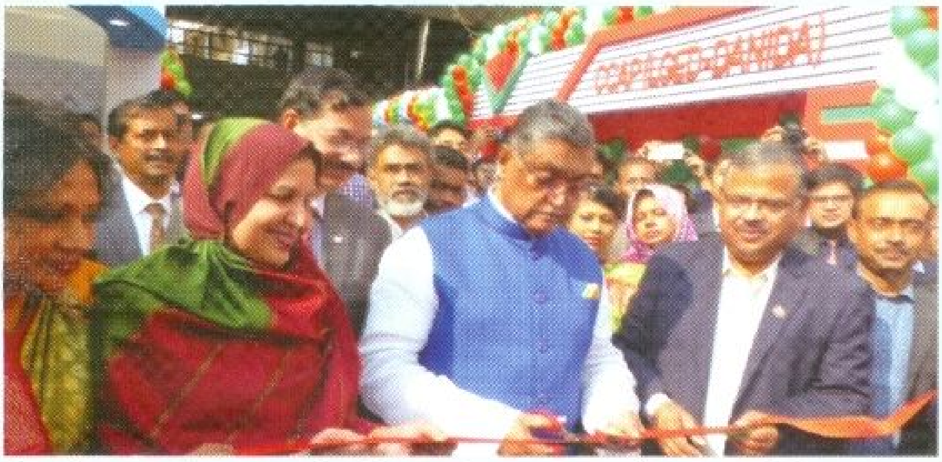

বিজয় দিবস ২০১৬ উপলক্ষে আয়োজিত বিজয়মেলা উদ্বোধন করছেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী খন্দকার মোশাররফ হোসেন, এমপি। এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী শ্যামা প্রসাদ অধিকারী এ সময়ে উপস্থিত ছিলেন

এলজিইডিতে বিজয়মেলা-২০১৬

মহান বিজয় দিবস ২০১৬ উদযাপনের অংশ হিসেবে স্থানীয় সরকার বিভাগের আয়োজনে এলজিইডি সদর দপ্তরে দিনব্যাপী এক বর্ণাঢ্য বিজয়মেলা অনুষ্ঠিত হয়। ১৭ ডিসেম্বর সকালে মেলার উদ্বোধন করেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী খন্দকার মোশাররফ হোসেন, এমপি। মেলায় স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাধীন এলজিইডি, ডিপিএইচই, ঢাকা ওয়াসা ও ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন অংশ নেয়। মেলায় ১৭টি স্টলে সংশ্লিষ্ট সংস্থা ও এলজিইডির বিভিন্ন প্রকল্পের কার্যক্রম তুলে ধরা হয়। মেলা উদ্বোধন শেষে প্রধান অতিথি প্রদর্শনী ঘুরে দেখেন। এসময় এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী শ্যামা প্রসাদ অধিকারী ও স্থানীয় সরকার বিভাগের কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

মেলার শ্রেষ্ঠ তিনটি স্টলকে পুরস্কৃত করা হয়। প্রথম স্থান অধিকার করে এলজিইডির হাওর অঞ্চলের অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প (হিলিপ); এলজিইডির আইসিটি ইউনিট দ্বিতীয় ও জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (ডিপিএইচই) তৃতীয় স্থান অধিকার করে। এছাড়াও দুটি স্টলকে বিশেষ পুরস্কার প্রদান করা হয়। এ উপলক্ষে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

মাননীয় মন্ত্রী স্টল পরিদর্শন করছেন

২০১৬-১৭ অর্থবছরে বাস্তবায়নাধীন কার্যক্রমের পর্যালোচনা সভা

এলজিইডি'র বার্ষিক পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত

২০১৬-১৭ অর্থবছরে গৃহীত উন্নয়ন কার্যক্রমের ওপর পর্যালোচনা সভা গত ২৯ অক্টোবর ২০১৬ অনুষ্ঠিত হয়। এলজিইডি সদর দপ্তরে আয়োজিত সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রধান প্রকৌশলী শ্যামা প্রসাদ অধিকারী। তিনি বলেন, এলজিইডির সক্ষমতা বৃদ্ধির কারণে প্রতি বছর এর অনুকূলে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) বরাদ্দ বাড়ছে। তিনি জানান, ২০১৪-১৫ অর্থবছরে এলজিইডির এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি ছিল শতকরা ৯৯.২০ ভাগ এবং ২০১৫-১৬ অর্থবছরে শতকরা ৯৯.৪২ ভাগ। তিনি চলতি অর্থবছরে এই অগ্রগতি আরও বাড়াতে এবং কাজের গুণগতমান রক্ষার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

সভায় এলজিইডির অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (বাস্তবায়ন) মোঃ আবুল কালাম আজাদ, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (সমন্বিত পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা ও প্রশিক্ষণ) মোঃ মহসিন, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (রক্ষণাবেক্ষণ) মোঃ জয়নাল আবেদীন, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (নগর ব্যবস্থাপনা) মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (ডিজাইন) মোঃ খলিলুর রহমান ও অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পরিকল্পনা) ইফতেখার আহমেদসহ বিভাগীয় অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

এছাড়াও সদর দপ্তর ও অঞ্চলের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীবৃন্দ, প্রকল্প পরিচালকবৃন্দ, মাঠপর্যায়ে কর্মরত নির্বাহী প্রকৌশলী, উপ-প্রকল্প পরিচালক ও রিজিওনাল মিউনিসিপ্যাল সাপোর্ট ইউনিটের (আরএমএসইউ) উপ-পরিচালকগণ এতে অংশ নেন।

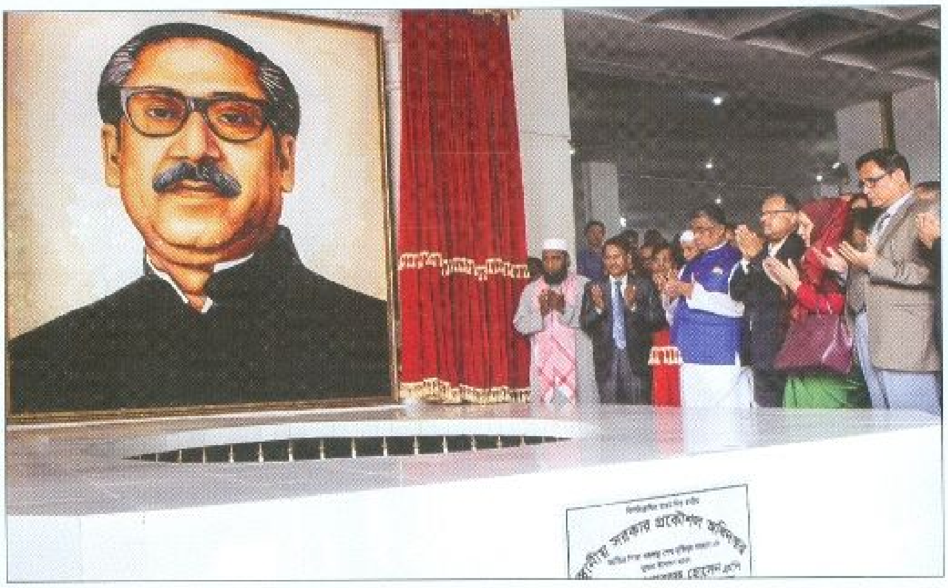

এলজিইডি সদর দপ্তরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ম্যুরাল উদ্বোধনশেষে মোনাজাত করছেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী খন্দকার মোশাররফ হোসেন, এমপি

এলজিইডি সদর দপ্তরে জাতির পিতার ম্যুরাল উদ্বোধন

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্মৃতিকে চির জাগরুক করে রাখার লক্ষ্যে এলজিইডি সদর দপ্তরে গত ১৭ ডিসেম্বর ২০১৬ আনুষ্ঠানিকভাবে এ মহান নেতার ম্যুরাল উদ্বোধন করা হয়। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী খন্দকার মোশাররফ হোসেন, এমপি এলজিইডি'র সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীর উপস্থিতিতে এ ম্যুরাল উদ্বোধন করে বাংলাদেশের স্থপতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এ সময় এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী শ্যামা প্রসাদ অধিকারী, স্থানীয় সরকার বিভাগের অতিরিক্ত সচিববৃন্দ, স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীন বিভিন্ন অধিদপ্তর ও সংস্থার কর্মকর্তা ও কর্মচারিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। ম্যুরাল উদ্বোধনের পর জাতির পিতার বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা এবং দেশের সমৃদ্ধির জন্য বিশেষ মোনাজাত করা হয়। নিওক্ল্যাসিক যুগের স্থাপত্য রীতি অনুযায়ী প্রস্তুতকৃত ফ্রেমে ম্যুরালটি বসানো হয়েছে। দৃষ্টিনন্দন ম্যুরালটির শিল্পী মৃণাল হক।

এলজিইডি'তে ই-ফাইলিং কার্যক্রম শুরু

এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী ই-ফাইলিং কার্যক্রম উদ্বোধন করছেন

এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী শ্যামা প্রসাদ অধিকারী গত ২৯ ডিসেম্বর ২০১৬ এলজিইডি সদর দপ্তরে আনুষ্ঠানিকভাবে ই-ফাইলিং কার্যক্রম উদ্বোধন করেন। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে সরকারি নথি ব্যবস্থাপনা ই-ফাইলিং সিস্টেমে পরিচালনার নির্দেশনা রয়েছে। এলজিইডি তথ্য প্রযুক্তির সর্বাধুনিক সংযোজনের মাধ্যমে সেই লক্ষ্যে এগিয়ে যাচ্ছে।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) অনুসারে ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৭-এর মধ্যে এলজিইডিতে ই-ফাইলিং কার্যক্রম শুরুর কথা থাকলেও দুই মাস আগেই তা শুরু হলো। ই-ফাইলিং উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এলজিইডির অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পরিকল্পনা) ইফতেখার আহমেদ, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পরিকল্পনা ও আইসিটি) মোঃ আসাদুল হক এবং আইসিটি ইউনিটের অন্য কর্মকর্তাবৃন্দ। সদর দপ্তর থেকে শুরু হওয়া এ কার্যক্রম পর্যায়ক্রমে মাঠপর্যায়ে বাস্তবায়ন করা হবে।

এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী শ্যামা প্রসাদ অধিকারীর নেতৃত্বে ১৬ ডিসেম্বর ২০১৬ মহান বিজয় দিবসে ধানমণ্ডি ৩২ নম্বরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করছেন এলজিইডির সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ

মহান বিজয় দিবস ২০১৬ উপলক্ষে জাতীয় প্যারেড স্কোয়ারে অনুষ্ঠিত কুচকাওয়াজে মন্ত্রণালয়ভিত্তিক কার্যক্রমের ডিসপ্লেতে স্থানীয় সরকার বিভাগ অংশ নেয়

উপদেষ্টা : শ্যামা প্রসাদ অধিকারী, প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি, সম্পাদক : মোঃ আবুল কালাম আজাদ, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (বাস্তবায়ন), এলজিইডি। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়: আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ থেকে প্রকাশিত। ওয়েবসাইট : www.lged.gov.bd